গাংনীতে নৌকার বিজয় পেতে উপজেলা আওয়ামীলীগকে ঐক্যবদ্ধতার সাথে কাজ করতে হবে-মোখলেছুর রহমান মুকুল

স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতিয় শোক দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি মুলক সভা করেছে গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মো: মোখলেছুর রহমান মুকুল।

মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুলের দলীয় কার্যালয়ের সামনে প্রস্তুতিমুলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা আওয়ামীলীগ আয়োজিত প্রস্তুতি সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা সদস্য হাজি মোঃ ইছারুদ্দীন।

প্রস্তুতিমুলক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোখলেসুর রহমান মুকুল বলেন, গাংনীতে আবারও নৌকার বিজয় ছিনিয়ে আনতে উপজেলা আওয়ামীলীগকে ঐক্যবতার সাথে কাজ করতে হবে। উপজেলা আওয়ামীলীগের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা যে যেখানেই থাকুকনা কেন নির্বাচনের সময় সকলেই বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবে। আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীরা শেখহাসিনার সৈনিক। তারা জাতে মাতাল তালে ঠিক। যে যেমন মানুষ বাংলাদেশ আওয়ামীলী তাকে সেই মুল্যায়ন করে বলেই বর্তমান সরকার আর সার্বজন নন্দিত। আমরা সেই আওয়ামীলীগের সৈনিক হিসেবে গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগকে আরও গতিশীল করতে মাঠে কাজ করছি। গ্রামে গ্রামে তৃণমুল নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে আওয়ামীলীগ সরকারের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরছি। বিগত ৩০ বছরে গাংনীতে আওয়ামীলীগের যে অবস্থান ছিল, সেই অবস্থান থেকে ঐক্যবদ্ধ আওয়ামীলীগে রুপান্তিরিত করার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারও নৌকা মার্কাকে জয়যুক্ত করতে এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের চক্রান্তকে রুখে দিতে গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগ ঐক্যবদ্ধতার সাথে কাজ করবে।

তিনি আরও বলেন, ব্যবসা ভিত্তিক রাজনীতি করে কখনও মানুষের সেবা করা যায়না, মানুষের মন জয় করা যায়না। ব্যবসা ভিত্তিক রাজনীতি থেকে গাংনীর রাজনীতিকে বের করে জনসেবা মুলক রাজনীতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তৃণমুলের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের একত্রে কাজ করার আহবান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত তৃণমুলের নেতাকর্মীরা জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে মোখলেসুর রহমান মুকুলের পক্ষে নৌকার মনোনয়ন দাবী করেন। অন্যান্য বক্তারা বলেন, এপর্যন্ত যারা এমপি হয়েছেন তারা নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যাস্ত থেকেছেন। জনগনের দুর্দশার কথা শোনেননি কেউ। সকলেই জনগনের দাবীকে কানের মধ্যেই গুজে রেখেছেন। মোখলেসুর রহমান মুকুল কখনও নিজের কথা না ভেবে,পরিবারের কথা না ভেবে মানুষের সেবা করেছেন। জনগনের জন্য মাঠে ময়দানে কাজ করেছেন। মানুষের সেবা করতে গিয়ে প্রতিহিংসায় জেল খেটেছেন একাধিকবার এবং আওয়ামীলীগ করতে গিয়ে জামাত বিএনপির রোষানলে পড়ে গ্রাম ছাড়া হয়েছিলেন দীর্ঘদিন। তার এই ত্যাগের মুল্যায়ন করে উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করেছেন। এবারের নির্বাচনেও সময়ও মানুষ তাকে এমপি হিসেবে দেখতে চাইছেন।

অনুষ্ঠানে কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মহনের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন, মটমুড়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ বারি, কাজিপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুল ইসলাম, পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, ষোলটাকা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মান্নান, মটমুড়া ইউনিয়ন আওয়াসমীলীগের সহ সভাপতি আব্দুল মেলেটারি, গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নবীরুদ্দীন প্রমুখ। প্রস্তুতিমুলক আলোচনা সভায় উপজেলার বিভিন্ন এলাকার আওয়ামীলীগ তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী

আইনজীবীদের বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি

বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও জোবাইদা রহমানের মামলার রায়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে মেহেরপুর জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম।

আজ মঙ্গলবার (৮ আগষ্ট) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জেলা আইনজীবী ভবনের সামনে থেকে একটি মিছিল বের হয়।মিছিলটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা জজ আদালত চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তারা।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, জাতীয়তাবাদের আইনজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড: মারুফ আহাম্মদ বিজন, যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড: কামরুল হাসান, সদস্য অ্যাড: মোখলেসুর রহমান খান স্বপন, অ্যাড: নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচিতে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সদস্যরা অংশ নেন।

তরুনদের কাছে জনপ্রিয় প্রার্থী ইমন

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুর-১ (সদর-মুজিবনগর) আসন থেকে বিভিন্ন দলের সম্ভাব্য প্রার্থীরা বিভিন্নভাবে জানান দিয়ে ইতোমধ্যে নির্বাচনী মাঠে নামার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন।

তবে বিভিন্ন মহল থেকে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, সংসদ সদস্য নির্বাচনে মেহেরপুর-১ আসনের জন্য আওয়ামী লীগে থাকতে পারে নতুন চমক। এমন দাবি ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে স্থানীয় নেতাকর্মীর মাঝে। তবে বৃহৎ দু’দলের ভোটের সমীকরণ যাই হোক না কেন, নতুন

প্রার্থীদের আগমনী বার্তায় কিছুটা বিমর্ষ পুরাতন প্রার্থীরা।

মেহেরপুর-১ আসনে বিগত রাজনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৯৭৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত বিভিন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি থেকেই সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হয়ে আসছেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এখন চরম পর্যায় পৌঁছেছে। সম্প্রতি জেলা আওয়ামী লীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা হয়েছে। এর পর থেকে জেলা আওয়ামী লীগের কোন্দলের মাত্রা আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়। আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনগুলোর মধ্যেও বিবাদ এখন তুঙ্গে।

জেলা আওয়ামীলীগ এখন দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন এবং সদর উপজেলা কমিটির সভাপতি বোরহান উদ্দীন আহমেদ চুন্নু, সাধারণ সম্পাদক মোমিন উদ্দীন রয়েছে জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জন প্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের গ্রপে। বাকী সকল নেতা কর্মী এক ছাদের নিচে।

তবে, মাঠে বেশ মজবুতভাবেই সক্রিয় রয়েছেন বর্তমান জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা এমএএস ইমন। ইতোমধ্যে এমএএস ইমন ও তার কর্মীরা মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন। আওয়ামী লীগের উন্নয়ন চিত্র ঘরে ঘরে পৌছে দিচ্ছেন। বর্তমানে মেহেরপুর-১ আসনের তৃণমুলের নেতা কর্মীর কাছে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন এমএএস ইমন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ মেহেরপুরের স্থলবন্দর বাস্তবায়ন আন্দোলন ফোরামের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। যা,সাধারণ জনগনের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা বহুগুনে বাড়িয়ে দিয়েছে।

এছাড়া তিনি রুপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস পেট্রোবাংলার পরিচালক ছিলেন। বর্তমানে তিনি স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি হিসিবে দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সাবেক সহ সম্পাদক ছিলেন, বর্তমানে কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মেহেরপুর-১ আসন (সদর মুজিবনগর) থেকে সরকার সমর্থিত বেশ ক’জন মনোনয়ন প্রত্যাশীও রয়েছেন সরবে। এদের মধ্যে দু’একজন প্রার্থী ঈদ-কোরবানি উপলক্ষ্য করে এলাকাবাসীকে ঈদ শুভেচ্ছা জানিয়ে সেঁটে

দিয়েছেন রঙ্গিন পোস্টার। তবে, এ আসনে আওয়ামী লীগের পুরনো প্রার্থীর চেয়ে নবাগত প্রার্থীদের বেশ দাপটও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ আসনের এমপি ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন নৌকার টিকিট লাভে প্রত্যাশী বলে জানা গেছে।

মনোনয়ন প্রত্যাশীর তালিকায় আরও রয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আসলাম শিহির। তাদের সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা লক্ষ করা যাচ্ছে।

স্থানীয় আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শরীফ রেজা পান্না বলেন, মেহেরপুরে রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যক্তি ইমেজ ও নির্বাচনী মাঠে এমএএস ইমনের কোনো বিকল্প নেই। মেহেরপুরে নতুন করে কাউকে ভাবলে এবং নৌকার বিজয় ছিনিয়ে আনতে অপ্রতিরোধ্য হিসেবে ইমনকেই ভাবছেন সাধারণ জনগন। ইমনের মাঠ পর্যায়ে রয়েছে বিরাট কর্মী বাহিনী। তৃনমূলে রয়েছে তার অসংখ্য ত্যাগী নেতাকর্মী। যাদেরকে নিয়ে তিনি বলীয়ান। এই নেতা মনে করেন দল তাকে মনোনয়ন দিলে দলীয় সকল গ্রুপিংয়ের অবসান ঘটাতে সক্ষম হবেন এবং নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নৌকার বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারবেন।

মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সদস্য বেলাল হোসেন বলেন, মেহেরপুর সদর আসনের আওয়ামী লীগের সাধারণ ভোটারদের কাছে ইমন ছাড়া কোনো কথা নেই। সামনের নির্বাচনে বিএনপি মাঠে থাকলে মেহেরপুরের আসনে বিএনপির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে হলে ইমনকেই মনোনয়ন দিতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমান সংসদ সদস্য জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে মনোনয়ন দিলে মাসুদ অরুনের কাছে তিনি টিকবেন না। তাই তার সাথে ভোটযুদ্ধে ইমনের কোনো বিকল্প নেই। বর্তমানে আওয়ামী লীগের মধ্যে মত পার্থক্য আর বিভক্তি কাটিয়ে উঠতে হলে নতৃনত্ব আনতেই হবে।

পৌর আওয়ামী লীগের সদস্য এএসএম ফরিদ উদ্দীন বলেন, জেলা আওয়ামীলীগের বর্তমান সভাপতি ও এমপি ফরহাদ হোসেনের সাথে জেলা উপজেলা, ইউনিয়ন ও তৃণমুলের কোনো নেতা কর্মীর সাথে যোগযোগ নেই। তার নিজের আত্মীয় স্বজনদের নিয়েই ব্যাস্ত সময় পার করে। তার সময়ে দলীয় কোন্দলে জর্জরিত জেলা আওয়ামীলীগ। সামনের নির্বাচনে বিএনপি এলে মেহেরপুর-১ আসনটি মাসুদ অরুনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হলে ইমনের কোনো বিকল্প নেই। মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগরের মানুষের

সাথে এমএএস ইমনের দৈনন্দিন যোগাযোগ হয়। যার ফলে তৃণমুল মানুষের কাছে ইমন একটি আবেগের স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ থেকে এমএএস ইমন মনোনয়ন পেলে সাধারণ ভোটারদের একটি বিরাট অংশ ভোট ইমন পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

মেহেরপুর-১ আসনের আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী এমএএস ইমন বলেন, নতুনত্ব ও যুগ উপযোগী পরিবর্তনের অঙ্গিকার নিয়ে আমি মেহেরপুর জেলাকে গড়ে তুলতে চাই। নতুন প্রজন্মকে মমত্ববোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ নৈতিকতা ও সত্যিকারের মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবো। বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী মেহেরপুরকে দেশের দ্বিতীয় স্থায়ী রাজধানী হিসেবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা। মুজিবনগরে বছরে অন্তত একটি সংসদ অধিবেশনের ব্যবস্থা করা, বেকারত্বের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলাতে ব্যাপক কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেওয়া। তিনি বলেন, অবিলম্বে একটি আন্তর্জাতিক মানের পূর্ণাঙ্গ স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠা করা, সরকারি উদ্যোগে জেলাতে একটি কৃষি ভিত্তিক কলকারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করা, মেহেরপুরের বিসিককে আধুনিকায়ন ও গণমুখী করা। মেহেরপুরে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা।

শিক্ষার উন্নয়ন নিয়ে এম এ এস ইমন বলেন, মান সম্পন্ন কারিগরী ও প্রফেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠাণ গড়ে তোলা, মেহেরপুরে পর্যটন শিল্পের বিকাশে একটি সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা এবং মেহেরপুর কৃষি প্রধান জেলা হওয়ায় জেলাতে একটি আন্তর্জাতিক মানের কৃষি গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে কৃষি উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

আলমডাঙ্গার বিভিন্ন ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দের সাথে চেয়ারম্যানের মতবিনিময়

আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলামের সাথে বিভিন্ন ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকেল সাড়ে ৪

টায় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম বলেন, সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে দলের জন্য কাজ করতে হবে। আমাদদের নিজেদের মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা নিরসন করে সবাই এক সাথে কাজ করার মানসিকতা তৈরী করতে হবে। আগামী দিন আবারও নৌকাকে বিজয়ী করে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় আনতে হবে।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন জামজামি ইউনিয়ন, আওয়ামীলীগ নেতা রিপন শাহ, ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আলি আকবার কয়েল ও সাধারণ সম্পাদক ইছাহক আলি, ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক রইচ মোল্লা, ৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি ইজাল উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান, ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি হামেদ আলি, ৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান, ৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি মাসুদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল হক, ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আরোজ আলি ও সাধারণ সম্পাদক নুর ইসলাম, ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি লাল্টু রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান প্রমুখ।

মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তাঁর সহধর্মিণী ডা.জুবাইদা রহমান এর বিরুদ্ধে দুদকের মামলার রায় কে ফরমায়েশি দাবি করে রায়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম।

আজ রবিবার (৬ আগষ্ট) সকাল ১০ টার দিকে বিক্ষোভ মিছিলটি আইনজীবী ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রদক্ষিণ করে আইনজীবী ভবনের সামনে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত

হয়।

মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এড. মারুফ আহাম্মেদ বিজনের নেতৃত্বে এসময় এড. আনোয়ার হোসেন, এড. মোখলেছুর রহমান স্বপন, এড. কামরুজ্জামান, এড. নজরুল ইসলাম, এড. আসাদুল আজম খান খোকন, এড. সাইদুর রহমান টোকন, এড. আবদুল্লাহ আল মামুন অনল, এড. ফরিদ উদ্দিনসহ সংগঠনটির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় আইনজীবীরা বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তাঁর সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান এর বিরুদ্ধে দুদকের মিথ্যা মামলায় ফরমায়েশি রায় ঘোষণাসহ সারাদেশে আওয়ামী লীগের দুর্নীতি, নির্যাতন ও মিথ্যা মামলা দায়েরের প্রতিবাদ করেন।

অ্যাডভোকেট মারুফ আহাম্মেদ বিজন বলেন, সারাদেশে ৪৫ লাখ আর ঢাকা শহরে ২০ লাখ মামলা বিচারের আশায় ঝুলে আছে। সেসব মামলা নিস্পত্তি হচ্ছেনা। মাত্র ১ মাসে ৪৭ জন স্বাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করে তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জুবাইদা রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে এই ফরমায়েসি রায় দেওয়া হয়েছে।

মারুফ আহাম্মেদ আরও বলেন, ইতোমধ্যে একজন বিচারক এই মামলায় তারেক রহমানকে মামলা থেকে খালাস দেওয়ায় তার জীবনে নেমে এসেছে দূর্বিসহ যন্ত্রণা। ওই বিচারকের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ থেকে একাধিক মামলা দায়ের করা হয়। অবশেষে তিনি এই দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছেন।

তিনি বলেন, প্রধান বিচারপতি এসকে সিনহা যতদিন আওয়ামীলীগের ফরমায়েসী রায় দিয়েছেন ততদিন আওয়ামীলীগের চোখের মনি ছিলেন। যখন সুষ্ঠ বিচার করতে শুরু করলেন তখন তাকে লাঠি মেরে তাড়ানো হয়েছে। মেয়র তাপসের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাপস বলেছিল আমরা প্রধান বিচারপতিকে সরিয়ে দিয়েছি। এতে প্রমানিত হয় যে, এই সরকারের আমলে সরকার যেটি চাইনা তেমন রায় দেওয়ার ক্ষমতা আদালতের নেই। এই সরকার আদালতকে নানাভাবে আটকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, ভাল ভাল বিচারকদের প্রমোশন না দিয়ে সাধারণ বিচারকদের প্রমোশন দিয়ে তাদের ফরমায়েসি রায় দিয়াচ্ছেন। তারেক রহমানকে মিথ্যা মামলা দিয়ে ফরমায়েশি রায়ের মাধ্যমে তারেক রহমানকে কারাগারে রাখার ষঢ়যন্ত্র করছে।

মেহেরপুরে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ

বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমান ও তাঁর সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমানের রায়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

গতকাল বিকালে মেহেরপুর শহরের কাথুলী সড়ক থেকে শুরু হয়ে বিএনপি কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে জেলা বিএনপির সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, বিএনপি নেতা রেজাউল ইসলাম, আব্দুল আওয়াল, সাহাবদ্দিন, আসাদুজ্জামান বাবলুসহ বিএনপির শত শত নেতাকর্মী অংশ নেন।

মেহেরপুরের আমদহে আ.লীগ নেতা মান্নানের গণসংযোগ

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ গ্রামে গণসংযোগ করেছেন জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি দলীয় নেতাকর্মীদেও নিয়ে এ গণসংযোগ করেন। এসময় তিনি আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। গনসংযোগকালে শ্রমিক লীগ নেতা মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর বিভিন্ন গ্রামে এম এ খালেকের গণসংযোগ

বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকারের উন্নয়ন,অগ্রগতি, দেশ পরিচালনায় দক্ষতা ও সাফল্য এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে গণসংযোগ করেছেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

বুধবার বিকেলে বিভিন্ন এলাকার তৃণমূল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে গণসংযোগ করেন। গণসংযোগের সময় সঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলে গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ইমরান হাবিব, স্বেচ্ছাসেবক লীগের আশিকুজ্জামান পিন্টুসহ অনেকে।

এমএ খালেক প্রথমে গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া বাজার, নওপাড়া বাজার ও পরে সাহারবাটী বাজারের জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জায়গায় জনসংযোগ করেন। ওই সকল জায়গার বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে চায়ের দোকানসহ বিভিন্ন দোকানে গিয়ে সরকারের সাফল্য তুলে ধরেন।

এসময় এমএ খালেক বলেন, বর্তমান সরকার জনগনের সকল চাহিদা পুরুন করে প্রসংশিত হয়েছে। গৃহহীন পরিবারকে করে দিয়েছেন পাকা বাড়ি, ভুমিহীনকে দিয়েছেন মাথা গোজার ঠাঁই। যা কোন সরকারের আমলেই সম্ভব হয়নি। বড়বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করে দেশকে পৌঁছে দিয়েছে উন্নয়নের শিখরে। লাখোলাখো অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বহিঃবিশ্বে মানবতার মা হিসেবে খ্যাতি পেয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। নিম্ন আয়ের বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশের রূপান্তরিত করার প্রত্যয়ে কাজ করে চলেছে। বড়বড় মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সকল শ্রেনী পেশার মানুষের মাঝে জায়গা করে নিয়েছে৷ আওয়ামিলীগ সরকার। এসকল উন্নয়ন অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে হলে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনতে নৌকা মার্কায় ভোট দিতে হবে। আবারো নৌকাকে বিজয়ী করতে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের একযোগে কাজ করার আহবান জানান মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান

এমএ খালেক। সরকারের সাফল্য তুলে ধরতে জেলার গ্রামে গ্রামে গণসংযোগ অব্যাহত রাখবেন বলে জানান তিনি।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের মতবিনিময় সভা

দামুড়হুদা উপজেলা কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে বুধবার বিকাল ৫ ঘটিকার সময় দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজীর আহমেদ, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুর রহমান মুকুল, মোখলেছুর রহমান রিপন, দামুড়হুদা উপজেলার আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি শহিদুল হক, ১নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শওকত আলী, ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ইলিয়াস মালিতা,৮ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শহিদুল সর্দার, ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ কচি, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান,২ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি মো মুকুল, ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সানাউল কবির শিরিন সহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ সহ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন দ্রুত কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয় মেরামতের ব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বাস দেন আরও বলেন এলাকায় যেসমস্ত রাস্তায় জলাবদ্ধতা আছে সেগুলো দ্রুত নিরসন করা হবে জানা যায়।

দামুড়হুদার লোকনাথপুরে আওয়ামীলীগের মতবিনিময় সভা

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের ৬নং ওয়ার্ডে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে দামুড়হুদার লোকনাথপুর সহশিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের ৬নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি মহিদুল হক সেন্টুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি হাজী মোঃ আলি আহমেদ সোনা।

হাউলী ইউনিয়ন যুবলীগের সহসভাপতি জিল্লুর রহমানের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ খোকন, হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি আমিন উদ্দীন সেন্টু, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ৬নং ওয়ার্ডের মেম্বার রিকাত আলী, ৫নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি শাহাজান আলী।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন হাউলী ইউনিয়ন যুবলীগের প্রচার সম্পাদক কামরুল ইসলাম মিফতা, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের আহ্বায়ক রাসেল আহমেদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা জহুরুল ইসলাম ফকির, লিপু শাহ্।

অনুষ্ঠানটির সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন মোহাম্মদ হাসান শাহ্, মোহাম্মদ তারেক শাহ্, সম্পান শাহ্, খোকন বিশ্বাস, রাসেল শাহ্।